HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

টপিক – ০১ সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

টপিক ০২: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০৩: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

This Topic is important for

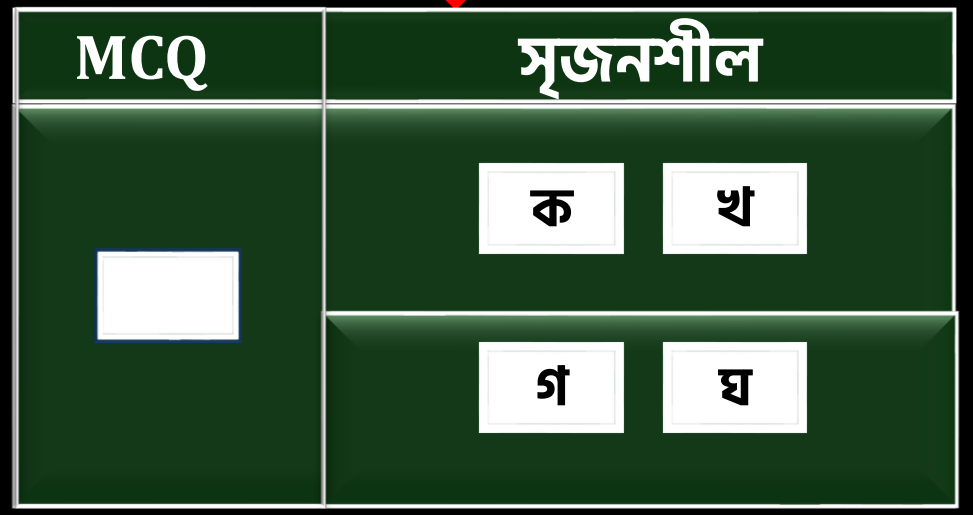

সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশের পেশাদার সমাজকর্ম বিকাশের পটভূমি

বাংলাদেশের পেশাদার সমাজকর্মের সূচনা হয় জাতিসংঘের সহায়তায় বিদেশী বিশেষ করে আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ভারত থেকে আগত মোহাজের পুনর্বাসন সমস্যা এবং শিল্পায়ন ও শহরায়নজনিত বহুমুখী আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবেলার লক্ষ্যে সাবেক পাকিস্তান সরকার জাতিসংঘের নিকট সাহায্যের আবেদন করে। সে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালে ড. জেআর ডাম্পসন (Dr. James R. Dumpson)-এর নেতৃত্বে জাতিসংঘের ছয় সদস্য বিশিষ্ট সমাজকর্ম বিশেষজ্ঞ দল বাংলাদেশে আগমন করেন। বাংলাদেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার জরিপ ও পর্যালোচনা করে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ দল পেশাদার সমাজকর্মের প্রবর্তনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশকে সমাজকর্ম শিক্ষার বিবর্তন; সমাজকর্মের বাস্তব প্রয়োগ এবং সমাজকল্যাণ প্রশাসনের বিবর্তন-এ তিনটি বিশেষ দিক হতে আলোচনা করা যায়।

সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশে সমাজকর্মের জ্ঞান বিকাশের পর্যায়

Stages of Development of Social Work Knowledge in Bangladesh

তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের আমন্ত্রণে আগত জাতিসংঘের উপদেষ্টাদের সুপারিশ এবং সহায়তায় ১৯৫৩ সালে ঢাকায় তিন মাসের স্বল্পমেয়াদী সমাজকর্ম প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্ম শিক্ষার সূচনা হয়। বাংলাদেশে তিন মাসের প্রশিক্ষণ কোর্সের সফলতা এবং ক্রমবর্ধমান সামাজিক চাহিদার প্রেক্ষিতে ১৯৫৫-৫৬ সালে চিকিৎসা সমাজকর্ম এবং শহর সমষ্টি উন্নয়ন (UCD) কর্মীদের জন্য নয় মাসের অপর একটি প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন করা হয়। বাংলাদেশে পেশাগত শিক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় দু'টি কারণে।

প্রথম, ভারত বিভক্তির মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের ব্যাপক সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানসম্মত নেতৃত্বের (Scientific leadership) প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়া এবং দ্বিতীয়, পেশাগত নেতৃত্বের মাধ্যমে বহুমুখী মানবিক চাহিদা পূরণে ভবিষ্যত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের দ্বারা কার্যকর সমাজকল্যাণ কাঠামো (Extensive Social Welfare Structure) গড়ে তোলা।১

সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

সমাজকর্মের স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের সাফল্যের ভিত্তিতে সরকার দেশে দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন সমাজকর্মী সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সমাজকর্ম শিক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৮ সালে ২০ ফেব্রুয়ারি কলেজ অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এন্ড রিচার্স (College of Social Welfare and Research) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫৮-৫৯ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ কলেজ ও গবেষণা কেন্দ্রে এমএ ডিগ্রী শুরুর মাধ্যমে বাংলাদেশে সমাজকর্মের উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা হয়। প্রথম পর্যায়ে সমাজকল্যাণে দু'বছর মেয়াদী এমএ কোর্স প্রবর্তন করা হয়। ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাক্রম হিসেবে স্নাতক সম্মানসহ তিন বছর মেয়াদী কোর্স প্রবর্তন করা হয়।১ ১৯৭৩ সালে সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট" (Institute of Social Welfare and Research) হিসেবে সমাজকল্যাণ কলেজটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আত্মীকরণ করা হয়। এটি 'ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক' (International Association of Schools of Social Work)-এর অন্যতম সদস্য। বর্তমানে এখানে সমাজকর্মে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এমফিল ও পিএইডি ডিগ্রী প্রদান করা হচ্ছে।

সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষ হতে 'সমাজকর্ম কলেজ' প্রতিষ্ঠা এবং স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৬৭ সালে এতে সমাজকর্মে এম.এ. কোর্স প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে এটি সমাজকর্ম বিভাগ হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আত্মীকরণ করা হয়। ১৯৯৩ সালে ঢাকা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৯৩ সালে সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্মে সম্মানসহ স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর কোর্স প্রবর্তন করা হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে জগন্নাথ কলেজে বর্তমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্মে অনার্স কোর্স প্রবর্তন করা হয়। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সমাজকর্ম শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। স্নাতক সম্মান এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।

সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার এদেশের অনুদান কার্যক্রমের (Garnts-in-Aid) অধীনে বিভিন্ন কলেজে স্নাতক পর্যায়ে সমাজকল্যাণ ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে চালু করেন। ফলে স্নাতক পর্যায়ে সমাজকর্ম শিক্ষা কার্যক্রম দ্রুত প্রসার লাভ করে। পরবর্তীতে দেশের সবকটি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে সমাজকল্যাণ ঐচ্ছিক বিষয় (Elective) হিসেবে অনুমোদন দেয়া হয়। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলোতে সমাজকর্ম বিএসএস (সম্মান) এবং এমএসএস কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রায় ৯০টি কলেজে সমাজকর্মে অনার্স পড়ানো হচ্ছে। দেশের প্রায় সকল সরকারি-বেসরকারি কলেজে উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক (পাস কোর্স) পর্যায়ে সমাজকর্ম পড়ানো হচ্ছে। বাংলাদেশে সামাজিক বিজ্ঞানের বিশেষ শাখা হিসেবে সমাজকর্মকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্মে এবং সমাজকল্যাণে এমএসএস পাশের পর এমফিল ও পিএইচডি কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে। সমাজকল্যাণে কর্মরতদের পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় সমাজসেবা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার অনুশীলনের ইতিহাস

History of Professional Social Work Practice in Bangladesh

বাংলাদেশে সমাজকর্মের বাস্তব প্রয়োগের সূচনা হয় সাবেক পাকিস্তান আমলে। জাতিসংঘের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ১৯৫৩ সালে সমাজকর্মের উপর স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন এবং তার বাস্তব অনুশীলনের জন্য পুরাতন ঢাকার কায়েতটুলীতে পরীক্ষামূলকভাবে শহর সমষ্টি উন্নয়ন (Urban Community Development Project-UCDP) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মধ্যদিয়ে এদেশে পেশাদার সমাজকর্মের বাস্তব অনুশীলনের সূচনা হয়। পরবর্তীতে ঢাকার গোপীবাগ এবং মোহাম্মদপুরে আরো দু'টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯৫৯-৬০ সালে বিভাগীয় শহরসহ বড় বড় শহরে বারটি শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে এটি শহর সমাজসেবা নামে সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। ১৯৫৪ সালে জাতিসংঘ এবং রেডক্রসের সহায়তায় ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা সমাজকর্ম পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করা হয়। ১৯৬১ সালে চিকিৎসা সমাজকর্ম চট্টগ্রাম, রাজশাহী, মিটফোর্ড এবং বক্ষব্যাধি হাসপাতালে প্রয়োগ করা হয়। বর্তমানে এটি 'হাসপাতাল সমাজসেবা' নামে দেশের সকল মেডিক্যাল কলেজ এবং জেলা পর্যায়ের সকল হাসপাতালে চালু রয়েছে।

সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত শহর সমষ্টি উন্নয়ন এবং চিকিৎসা সমাজকর্ম এ দু'টি কার্যক্রমের মধ্যেই পেশাদার সমাজকর্মের বাস্তব প্রয়োগ সীমিত ছিল। ১৯৭৪ সালে 'গ্রামীণ সমাজসেবা' (Rural Social Service-RSS) নামে পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সমাজকর্মের বাস্তব প্রয়োগ গ্রামীণ পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে এটি জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে বাংলাদেশের উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া শিশুকল্যাণ, জাতীয় কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিস, প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন প্রভৃতি কার্যক্রমে সমাজকর্মের কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে।

সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার সম্ভাব্য প্রয়োগক্ষেত্র

Field of Social Work Practice

বিশ্বে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা অনুশীলনের ক্ষেত্র ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইংল্যান্ড আমেরিকাসহ ইউরোপের যেসব দেশে সমাজকর্মের পেশাগত স্বীকৃতি রয়েছে, সেসব দেশে লাইসেন্সধারী ও রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত সমাজকর্মীরা সমাজকর্ম অনুশীলনের সুযোগ পান। অনেকে ব্যক্তিগত ক্লিনিক খুলে মনো-সামাজিক সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদের পেশাগত সেবা প্রদান করেন।

বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়ন, ক্ষুদ্রঋণের ব্যবহার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, অপরাধ, কিশোর অপরাধ, মাদকাসক্ত, মানব পাচার, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, পরিবেশ দূষণ, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ প্রভৃতি জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পেশাদার সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো হলো-

সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

হাসপাতাল সমাজসেবা ও চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম; প্রতিবন্ধী, প্রশিক্ষন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম; অপরাধপ্রবণ কিশোর কিশোরীদের সংশোধনে নিয়োজিত কিশোর কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে বয়স্ক ও প্রবীণকল্যাণ কার্যক্রম; অপরাধীদের জন্য বাস্তবায়িত প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিস; ভবঘুরে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম; মহিলা, শিশু-কিশোরীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্রের কার্যক্রম; সরকারি এবং এনজিও পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কার্যক্রম; সরকারি পরিচালিত দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম যেমন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মবেষ্টনী; জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম; সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক শিশুকল্যাণ কার্যক্রম (সরকারি শিশুসদন, বেবীহোম, শিশু পরিবার, এতিমখানা ইত্যাদি) মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র; মহিলা প্রশিক্ষণ, আত্মকর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়ন কার্যক্রম; যুব অধিদপ্তর পরিচালিত যুব উন্নয়ন কার্যক্রম; দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম; জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ও অভিযোজন কর্মসূচি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম।

সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে সমস্যা

Problems of Social Work Profession in Bangladesh

তদানীন্তন পাকিস্তান আমলে ১৯৫৩ সালের দিকে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশের অনুকরণে বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশ ঘটে। বিশেষ করে জাতিসংঘের সহায়তায় আমেরিকার পেশাদার সমাজকর্ম বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে আমেরিকার মডেলে এদেশে সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয়। জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং মৌল চাহিদা পূরণের ব্যর্থতাজনিত সমস্যাবলী মোকাবেলার লক্ষ্যে বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্মের কৌশল অনুশীলন করা হচ্ছে। তবে বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকর্মের পেশাগত মূল্যবোধ এবং মানদণ্ড সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুনির্দষ্ট ধারণা এখনও গড়ে উঠেনি।

সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

*সমাজকর্ম পেশার বিকাশে অন্যতম প্রতিবন্ধক হলো

সমাজকর্মের প্রতি মানুষের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস (Traditional attitudes and belief)। বাংলাদেশের সনাতন ও ঐতিহ্যগত বিশ্বাস অনুযায়ী সমাজসেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা বা পেশাগত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। প্রচলিত ধারণা মানবদরদী সম্পদশালী ব্যক্তিই হলেন কার্যকর সমাজকর্মী (Effective social worker) । নির্বাচিত জন প্রতিনিধি, সমাজসেবী, কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী কর্মকর্তাদের সমাজকর্মী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পেশাদার সমাজকর্মের উপযোগিতা ও কার্যকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। সমাজকর্ম শিক্ষা এবং সমাজকর্ম পেশা এদেশে আজও পৃথক ধারণা (Image) গড়ে তোলতে পারেনি।

বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা হলো সমাজকর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশীয় উপকরণের (Indigenous material) অভাব। সমাজকর্ম শিক্ষার সংশ্লিষ্ট বই এবং সাময়িকী বিদেশ হতে আমদানি করা। বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মৌলিক উপাদানে সমৃদ্ধ সমাজকর্মের পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যপুস্তক এদেশে তেমন প্রকাশিত হয়নি। এমনকি সমাজকর্মের পেশাগত পত্র-পত্রিকাগুলো বিদেশ থেকে আমদানিকৃত। পেশাদার সমাজকর্মের মুখপাত্র হিসেবে নিয়মিত কোন পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়নি।

সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

সমাজকর্ম পেশা হিসেবে বিকাশের অন্যতম সমস্যা হলো স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এমফিল ও পিএইচডি কোর্স চালু থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পেশাগত শিক্ষার মান বজায় রাখার জন্য কোন অ্যাক্রিডিটেশনের অর্থাৎ অনুমোদন কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা নেই। বাংলাদেশে সমাজকর্মের পেশাগত স্বীকৃতি এবং সমাজকর্ম শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে অ্যাক্রিডিটেশনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্মের কোন কার্যকরী পেশাগত সংগঠন গড়ে উঠেনি। যদিও পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশে পেশাগত সংগঠনের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা বিভাগে সমাজসেবা কর্মকর্তা পদটি ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সমাজকর্ম স্নাতকদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। পরে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ায় সমাজকর্মের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এনজিওগুলোতে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পেশাদার সংগঠনের অভাবে কার্যকর ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। বার কাউন্সিল, ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন ইত্যাদি সংগঠনের মতো কোন সংগঠন সমাজকর্মে নেই।

সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকর্মের পেশাগত ব্যবহারিক মূল্যবোধ ও মানদণ্ড কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে কোনরূপ সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ধারণা এখনও গড়ে উঠেনি। পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশে প্রচলিত সমাজকর্মের মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ডগুলো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে সমাজকর্মের পেশাগত সংগঠন না থাকায় পেশাগত মানদন্ড ও মূল্যবোধ প্রণয়নের প্রচেষ্টা নেয়া হয় না।

সমাজকর্ম শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃথক সমাজকল্যাণ এবং সমাজকর্ম বিভাগ সম্পর্কিত নাম সমাজকর্ম পেশা সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্ম বিভাগগুলোর সঙ্গে সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রম এবং এনজিও নেতৃত্বের সুষ্ঠু সমন্বয় এবং যোগাযোগ না থাকায় পেশাদার সমাজকর্মের বাস্তব গুরুত্ব ও উপযোগিতা জনগণ বোঝতে সক্ষম হচ্ছে না।

বাংলাদেশে সমাজকর্মের স্বতন্ত্র বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা স্বতন্ত্র তাত্ত্বিক কাঠামোনির্ভর শিক্ষাকার্যক্রম প্রবর্তন ও অনুশীলনের অভাবে পেশা হিসেবে সমাজকর্মের বাস্তব অনশীলন ফল ও প্রভাব মূল্যায়ন করা যায় না। স্বতন্ত্র তাত্ত্বিক কাঠামোর অভাবে চিকিৎসা, আইন, প্রকৌশল প্রভৃতি পেশার মতো স্বতন্ত্র পেশার মর্যাদা বাংলাদেশে সমাজকর্ম অর্জন করতে পারেনি।

সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষায় সম্ভাবনা

Prospects of Social Work Education in Bangldesh

বাংলাদেশে সমাজকর্ম স্বতন্ত্র পেশা হিসেবে স্বীকৃত না হলেও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু রয়েছে। সমাজকর্মে ডিগ্রীধারীগণ শিক্ষা, প্রশাসন, সমাজসেবা প্রভৃতি সেবাখাতে নিয়োগ লাভ করছে। পেশাদার সমাজকর্মের পদ্ধতিগুলো বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি এজেন্সীতে অনুশীলন করা হচ্ছে।

পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার সূচনা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটি স্বাধীন দেশ সৃষ্টি হয়। দেশ বিভাগের প্রভাবে ঢাকাসহ বড় বড় শহরে ভারত থেকে আগত অভিবাসী মানুষের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় ১৯৫৩ সালে বাংলাদেশে সমাজকর্মের তিন মাসের স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ শুরু হয়। তিন মাসের প্রশিক্ষণ কোর্সের সফলতা এবং প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৫-৫৬ সালে চিকিৎসা সমাজকর্ম এবং শহর সমষ্টি উন্নয়ন কর্মীদের জন্য নয় মাসের প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৮ সালে ঢাকায় কলেজ অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭৩ সালে এটি সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একীভূত হয়।

সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

সমাজকর্মের উপর স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এমফিল এবং পিএইচডি ডিগ্রী প্রদানে এ প্রতিষ্ঠান অনন্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষ হতে সমাজকর্ম কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং স্নাতক সম্মান ডিগ্রী প্রবর্তন করা হয়। ১৯৯৩ সালে সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বাংলাদেশে সমাজকর্মে অনার্সসহ স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সমাজকর্ম শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। নতুন পাঁচটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম বিভাগ চালু করা হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যানুযায়ী শতাধিক সরকারি বেসরকারি কলেজে অনার্সসহ স্নাতক পর্যায়ে সমাজকর্ম পড়ানো হচ্ছে। বাংলাদেশে কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সমাজকর্ম কোর্স চালু করা হয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানের বিশেষ শাখা হিসেবে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু রয়েছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পেশাদার সমাজকর্ম অনুশীলনের গুরুত্ব অপরিসীম। দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন পেশাদার সমাজকর্মীর প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকর্ম শিক্ষা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। বাংলাদেশে সরকার ও এনজিও পরিচালিত সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে পেশাদার সমাজকর্মী নিয়োগের গুরুত্ব অপরিসীম।

সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষায় স্নাতকোত্তর কোর্স চালু হলেও পেশাগত স্বীকৃতি লাভ করেনি। ফলে সমাজকর্ম শিক্ষার পেশাগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কোন অ্যাক্রিডিটেশন ব্যবস্থা না থাকায় সমাজকর্ম শিক্ষার পেশাগত মান বজায় থাকছে না। বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে হলে অ্যাক্রিডিটেশনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এজন্য ছাত্র ভর্তি পদ্ধতি, শিক্ষা কারিকুলাম, সিলেবাস, বিষয়বস্তুর মধ্যে পরিবর্তন জরুরী।

সমাজকর্ম পাঠ্যসূচিতে কাউন্সিল অন সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন-এর নির্দেশনা অনুযায়ী নতুন নতুন কোর্স যুক্ত করা প্রয়োজন। অন্যদিকে দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবেলার লক্ষ্যে দেশজ জ্ঞানকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে নতুন কোর্স তৈরি করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে দেশজ জ্ঞানের সম্ভাব্য সর্বোত্তম এবং টেকসই করার মাধ্যমে সমাজকর্ম শিক্ষা বিকাশের সম্ভাবনা কাজে লাগানো উচিত।

সমাজকর্ম শিক্ষা এবং সমাজকর্ম অনুশীলনের মান উন্নয়নের মাধ্যমে পেশার স্বীকৃতির লক্ষ্যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগ সমন্বিত প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজন। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী কর্মরত সমাজকর্মের পেশাগত সংগঠন যেমন আন্তর্জাতিক সমাজকর্মী ফেডারেশন (IFSW), কাউন্সিল অন সোশ্যালওয়ার্ক এডুকেশন প্রভৃতির সঙ্গে কার্যকর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজকর্ম শিক্ষার উন্নয়নে পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। এতে বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষায় এবং সমাজকর্ম অনুশীলনের সাফল্য আশা করা যায়।

সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে সমাজকর্ম শিক্ষা

Social Work Education in Developed and Developing Country

সমাজকর্ম পেশার সূচনা ইংল্যান্ডে হলেও পেশার পরিপূর্ণতা লাভ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় আঠার ও উনিশ শতকে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও মানসিক চাপ মোকাবেলার কৌশল হিসেবে সমাজকর্মের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রমের সূচনা হয়। ১৮৯৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পরবর্তীতে ইউরোপসহ সারাবিশ্বে পেশাগত ব্যবহারিক বিজ্ঞান হিসেবে শিক্ষা কার্যক্রম এবং বাস্তবে অনুশীলন হয়ে আসছে। বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে প্রায় দু'হাজারের অধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চাশ হাজারের বেশি শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা লাভকরে মানবসেবা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব সোশ্যাল ওয়ার্কারস এর তথ্যানুযায়ী বিশ্বের ৯০টি অঞ্চলের সাড়ে সাত লাখ পেশাদার সমাজকর্মী এর সদস্যভুক্ত। বিশ্বব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত সমাজকর্মীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর্মরত। অনেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ক্লিনিক খুলে সমাজকর্ম অনুশীলন করছে।

সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

সমাজকর্মীদের আন্তর্জাতিক সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব সোশ্যাল ওয়ার্কারস (IFSW) জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ECOSOC) এবং জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF)-এর বিশেষ পরামর্শকের মর্যাদা (Special Consultative Status) লাভ করেছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন বিশেষায়িত সংস্থা যেমন- (UNESCO, WHO, ILO, UNICEF, Common wealth for Social Work (COSW), Amnesty Internation) ইত্যাদি সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তি কাজ করে যাচ্ছে।

সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

বিশ্বের কয়েকটি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে সমাজকর্ম শিক্ষা ব্যবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশে আমেরিকার অবদান সবচেয়ে বেশি। আঠার ও উনিশ শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসা বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবেলার উপায় হিসেবে সমাজকর্মের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা হয়। ১৮৯৮ সালে প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং বিশ শতকের প্রথম ইউরোপসহ বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে পেশাগত ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে সমাজকর্ম শিক্ষা কার্যক্রম এবং বাস্তব অনুশীলন হয়ে আসছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাউন্সিল অন সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন (CSWE)-এর অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রায় এক হাজারের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্মের স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। আমেরিকা তথা সারাবিশ্বের সমাজকর্ম শিক্ষার মান উন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা 'কাউন্সিল অন সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন' (Council on Social Work Education-CSWE) আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পেশা হিসেবে সমাজকর্ম বিষয় পাঠদানে CSWE এর অ্যাক্রিডিটেশন বা অনুমোদন বাধ্যতামূলক। সরকারি সমাজসেবা খাতের শতকরা ১০ ভাগ চাকরিতে সমাজকর্মের স্নাতকরা নিয়োগ পাচ্ছে।

সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

সমাজকর্মের সর্ববৃহত পেশাগত সংগঠন হলো আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (National Association of Social Workers-NASW)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সারাবিশ্বে সমাজকর্ম পেশার সামগ্রিক উন্নয়নে ১৯৫৫ সাল থেকে এ সমিতি কাজ করে যাচ্ছে। এর সদস্য সংখ্যা প্রায় এক লাখ পয়তাল্লিশ হাজার। ২০১১ এর জরিপের তথ্যানুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৬৮৫টি অ্যাক্রিডিটেড বা অনুমোদিত সমাজকর্ম শিক্ষা কার্যক্রম এবং ৭১টি পিএইচডি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২. যুক্তরাজ্য

বিষয় হিসেবে সমাজকর্মের বিকাশ যুক্তরাজ্য এবং আমেরিকায় অভিন্ন উদ্দেশ্য ও অভিন্ন প্রেক্ষাপটে একই সময়ে ঘটে। শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে, তার প্রেক্ষপটে সৃষ্ট সমস্যা মোকাবেলায় ১৮৬৯ সালে ইংল্যান্ড এবং ১৮৭৭ সালে আমেরিকায় দান সংগঠন সমিতি (Charity Organization Society-COS) গঠিত হয়। সমিতি নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবীরা সমাজকর্ম শিক্ষার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যুক্তরাজ্যে ১৯০৮ সালে বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম শিক্ষা প্রথম পর্যায়ে শুরু হয়। বিগত ২০০৮ সালে সমাজকর্ম শিক্ষার শতবর্ষ উদযাপন করা হয়। ব্রিটিশ এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ার্কাস (British Association of Social Workers-BASW) এর ১৪ হাজারের অধিক পেশাদার সমাজকর্মী এর সদস্য। যুক্তরাজ্যে ৮৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম কোর্স পড়ানো হচ্ছে।

সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

৩. অস্ট্রেলিয়া

সমাজকর্ম একটি স্বতন্ত্র পেশা হিসেবে অস্ট্রেলিয়ায় স্বীকৃত। ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়ান এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ার্কাস (Australian Association of Social Workers-AASW) সমাজকর্ম শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার সমাজকর্ম শিক্ষা কাঠামোর স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিভক্ত। চার বছর মেয়াদী স্নাতক এবং দুবছর মেয়াদী স্নাতকোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। পেশাগত সংগঠন অস্ট্রেলিয়ান সমাজকর্মী এসোসিয়েশনের সদস্যের অন্তর্ভুক্তির ন্যূনতম যোগ্যতা হলো এ্যাক্রিডেটেড বা অনুমোদিত সমাজকর্ম স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন। অস্ট্রেলিয়ান এ্যাসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ার্কাস এর তথ্যানুযায়ী ২৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক, স্নাতক অনার্স এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এ্যাক্রিডিটেড কোর্স চালু রয়েছে।

৪. ভারত

ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক সমাজকল্যাণের সূচনা হয়েছিল আমেরিকান মিশনারীদের মাধ্যমে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকান মিশনারীরা সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ভারতে আসে। ১৯২৫ সালে আমেরিকার একটি প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান মিশনারী সংগঠন বোম্বেতে সমাজসেবায় নিয়োজিত ছিল। এ সংগঠনের নাম ছিল "American Marathi Mission" এ চ্যারিটি সংগঠনে কাজ করার জন্য ১৯২৫ সালে আমেরিকার সিকাগো শহরের ক্লিফোর্ড ম্যানশার্ড (Clifford Manshard) নামক এক মিশনারী বোম্বেতে (বর্তমান নাম মুম্বাই) আগমন করেন। ভারতে পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশের অগ্রদূত ছিলেন ক্লিফোর্ড ম্যান শার্ড।

সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

ভারতে জনকল্যাণে (Public welfare work) নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১৯২০ সালে Social Service League in Bombay নামক সংগঠন প্রথম সমাজকর্মের স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু করে। বস্তিতে কাজ করতে গিয়ে আমেরিকায় মিশনারী ক্লিফোর্ড ম্যানশার্ড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সমাজকর্মীর প্রয়োজন অনুভব করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সমাজকর্মের পেশাগত শিক্ষার প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৩৬ সালে ক্লিফোর্ড ম্যানশার্ডের নেতৃত্বে বোম্বে প্রথম সমাজকর্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Sir Dorabji Tata Graduate School of Social Work) প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমেই ভারতে সমাজকর্মের পেশাগত শিক্ষার সূচনা হয়। ১৯৪৪ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে "Tata Institute of Social Sciences' রাখা হয়। ১৯৪৬ সালে সমাজকর্ম শিক্ষার জন্য দ্বিতীয় ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় লক্ষ্ণৌতে। এভাবে চ্যারিটি থেকে ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সমাজকর্মের গোড়া পত্তন হয়।

সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

স্বাধীনতার পর ১৯৪৭-৪৮ সালে দিল্লীতে দিল্লী স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে ভারতে সমাজকর্ম শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সমাজকর্ম শিক্ষার জন্য মোট ১৪টি ইনস্টিটিউট চালু করা হয়। ১৯৮০ সাল নাগাদ. ভারতে ২৮টি প্রতিষ্ঠান স্নাতক পর্যায়ে সমাজকর্ম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে নিয়োজিত ছিল।

১৯৭৫ সালে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তথ্যানুযায়ী ভারতে ৩৫টি সমাজকর্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সমাজকর্মে এমফিল এবং পিএইচডি ডিগ্রী প্রদান করা হয়। ভারতে প্রায় ১৪০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথক সমাজকর্ম বিভাগ রয়েছে। স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক এর সংখ্যা ১৩৬টিতে উপনীত হয়েছে। মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কর্নাটক রাজ্যে বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত।

বিদেশী বিশেষজ্ঞদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও সহায়তায় ভারতে সমাজকর্মের প্রবর্তন করা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে সমাজকর্মের যে ধারণাটি প্রবর্তিত হয়, তা ছিল মূলত আমেরিকান সমাজকর্মের অভিজ্ঞতার ফল। ফলে সুদীর্ঘ সময় পরও ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ' ও ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকর্ম শিক্ষার পাঠ্যক্রম গড়ে উঠেনি। সমাজকর্মের কার্যকরী পেশাগত সংগঠন গড়ে না উঠায়, সমাজকর্ম আজও পরিপূর্ণ পেশার মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হয়নি। ভারতে সমাজকর্ম পেশা এখনও উদীয়মান পর্যায়ে রয়েছে।

৫. শ্রীলংকা

শ্রীলংকায় সমাজকর্ম শিক্ষার সূচনা হয় ১৯৫২ সালে। দীর্ঘ সময় পরও সারাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার বিকাশ হয়নি। সমাজসেবা মন্ত্রণালয়ের (Ministry of Social Services) অধীনে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ডেভেলপম্যান্ট এর অন্তর্ভুক্ত শ্রীলংকা স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক। এটি সমাজকর্ম শিক্ষার একক প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ বিগত ষাট বছর যাবত শ্রীলংকা স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাজকর্ম শিক্ষায় নিয়োজিত। ২০০৪ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সুনামীর পর সমাজকর্ম শিক্ষার প্রতি শ্রীলংকার সরকার গুরুত্বারোপ করে। এখন পর্যন্ত শ্রীলংকার অধিকাংশ লোক সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারছে না। দেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের অধীনে বিশেষ ডিগ্রী কোর্স হিসেবে সমাজকর্ম কোর্স চালু করা হয়েছে। ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ডেভেলপম্যান্ট বিভাগ সমাজকর্মে তিন পর্যায়ে কোর্স পরিচালনা করছে। এগুলো হলো সমাজকর্মে ডিপ্লোমা, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। শ্রীলংকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ২০০৫ সাল থেকে সমাজকর্মে স্নাতক ডিগ্রীর স্বীকৃতি প্রদান করে। ২০০৮ সাল থেকে সমাজকর্মে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কোর্স চালু হয়।

সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

শ্রীলংকায় সমাজকর্মীদের রেজিস্ট্রেশন বা লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা নেই। তবে সমাজকর্মীদের পেশাগত সংগঠন Srilanka Association of Professional Social Workers পার্লামেন্টে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সমাজকর্মীদের জন্য পৃথক পেশাগত অথারিটি (Regulatory Body) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উপস্থাপন করেছে।

৬. দক্ষিণ কোরিয়া

দক্ষিণ কেরিয়ায় সমাজকর্ম শিক্ষার বিকাশ দ্রুত প্রসার ঘটছে। চীন জাপানের মতো দক্ষিণ কোরিয়ার কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমাজকর্ম বিভাগ রয়েছে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী দেয়া হচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সমাজকর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। সমাজকর্ম শিক্ষা পাঠক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুসরণ করা হয়। ১৯৮০ সাল থেকে দক্ষিণ কোরিয়ায় সমাজকর্মে লাইসেন্স সিসটেম শুরু হয়। কোরিয়ান একাডেমী ফর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এর তথ্যানুযায়ী দুহাজার সালে প্রায় ৪৫ হাজারের অধিক নতুন লাইসেন্সধারী সমাজকর্মী বের হয়েছে।

৭. জাপান

জাপানে সমাজকর্ম ও সমাজকল্যাণ শিক্ষার উন্নয়ন ১৯২০ সাল থেকে শুরু হয়। বর্তমানে সমাজকর্ম শিক্ষার মান উন্নত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। জাপান রাষ্ট্রীয় সার্টিফিকেট ব্যবস্থার (State Certification System) মাধ্যমে ১৯৮৭ সাল থেকে সনদপ্রাপ্ত পেশাদার সমাজকর্মী (Certified Social workers) সাফল্যের সঙ্গে তৈরি করে আসছে। জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম বিষয় পড়ানো হয়। এমনকি জাপানের কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমাজকর্ম বিভাগ রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্মে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রদান করা হয়। জাপানের রাজধানী টোকিওতে 'জাপান কলেজ অব সোশ্যাল ওয়ার্ক' নামে পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

জাপানে ১৯৫৫ সালে পেশাগত সংগঠন Japanese Association of Schools of Social Work (JASSW) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এটি জাপানে সমাজকর্ম শিক্ষার মানোন্নয়নে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

৮. চীন

চীনের অর্থনৈতিক সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত অবাধ নীতির (Open door policy) প্রভাবে সমাজকর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। চীনের সমাজকর্ম শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১৯২০ সালের দিকে হাতে গোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু ছিল। পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম বিষয়কে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয় পাঠক্রম থেকে এ দুটি বিষয় বাদ দেয়া হয়। ১৯৭৮ সালের দিকে চীন সরকার গৃহীত অবাধ নীতি অর্থাৎ Open door policy গ্রহণ করলে সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম শিক্ষা পুনরায় চালু করা হয়। ১৯৮৮ সালের দিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম শিক্ষার স্বীকৃতি প্রদান করেন। ১৯৮৭ সালে Social Work Education Research Centre প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯১ সালে China Social Workers Association প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমাজকর্ম শিক্ষার্থীদের স্বার্থে ১৯৯৪ সালে China Association of Social Work Education প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

চীনে সমাজকর্ম শিক্ষা দ্রুত বিকাশ ঘটছে। ১৯৯৯ সালের দিকে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ৩০টি সমাজকর্ম শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা হয়। এর মধ্যে ৯টি সমাজকর্ম বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করে। ২০০৬ সালে দুশতের অধিক ইনস্টিটিউট সমাজকর্ম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে নিয়োজিত ছিল। সরকার সমাজকর্মকে অ্যাক্রিডিটেড ভোকেশন অর্থাৎ অনুমোদিত বৃত্তি ঘোষণা করায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সমাজকর্ম বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। ২০০৬ সালে সরকার অ্যাক্রিডিটেশন সিসটেম প্রতিষ্ঠা করে বিশেষ বৃত্তি (Vocation) হিসেবে সমাজকর্মকে ঘোষণা করায় ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। চীনে সমাজকর্ম উচ্চশিক্ষার বিষয়ে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো ২০০৯ সালে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম চালু করলেও ২০১১ সালে ২৫৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম বিভাগ খোলা হয়। ২০১২ সালের দিকে ৩৪টি বিশ্ববিদ্যলয়ে সমাজকর্মে পিএইডি ডিগ্রী প্রদান শুরু হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

টপিক – ০২ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১। বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার সূচনা হয়-

ক. ১৯৫৩ সালে খ. ১৯৫৮ সালে

গ. ১৯৫৮-৫৯ সালে ঘ. ১৯৬৪-৬৫ সালে

২। বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্মের প্রয়োগ কোন কর্মসূচির মাধ্যমে শুরু হয়?

ক. শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প খ. হাসপাতাল সমাজকর্ম

গ. গ্রামীণ সমাজসেবা ঘ. সমাজকর্ম প্রশিক্ষণ

৩। বাংলাদেশে হাসপাতাল সমাজসেবা গ্রহণ করতে কোন সংস্থা সহায়তা প্রদান করে?

ক. জাতিসংঘ খ. বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা গ. রেডক্রিসেন্ট ঘ. আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা

৪। বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা প্রয়োগের সম্ভাব্য ক্ষেত্র হলো-

i) প্রবীণ কল্যাণ

ii) হাসপাতাল সমাজসেবা

iii) ভবঘুরে প্রশিক্ষণ

কোনটি সঠিক?

(ক) ii এবং iii (খ) iii (গ) I (ঘ) i, ii এবং iii

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

এশিয়ার মধ্যে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে। শিল্পায়ন ও নগরায়ন সমস্যা মোকাবেলার জন্য এসব দেশে শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। বাস্তব সমস্যা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন নতুন বিষয় খোলা হচ্ছে।

৫. জাপানে কখন রাষ্ট্রীয় সার্টিফিকেট সিসটেম-এর আওতায় সমাজকর্মীদের সনদ দেয়া শুরু হয়?

ক. ১৯৮৭ খ. ১৯৯৭ গ. ১৯৫৫ ঘ. ১৯২০

৬. কোন দেশে পেশাদার সমাজকর্মের জন্য অ্যাক্রিডিটেশন বাধ্যতামূলক নয়?

ক. বাংলাদেশ খ. চীন গ. ইংল্যান্ড ঘ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা

টপিক – ০৩ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

লক্ষ্মীপুরে কয়েকজন শিক্ষার্থী মিলে গড়ে তুলেছে সমাজসেবামূলক সংগঠন "আমরাও মানুষ"। এ সংগঠনটি এলাকার দরিদ্র ও অবহেলিত শিশুদের উন্নয়নে এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। এসব কাজ করতে গিয়ে উদ্যোক্তারা বিভিন্ন সমস্যার যেমন মুখোমুখি হচ্ছেন, আবার সরকারি ইতিবাচক নীতি প্রণয়নের ফলে সাহায্যও পাচ্ছেন। উদ্যোক্তারা মনে করেন সমাজকল্যাণমূলক কাজ সুশৃঙ্খলভাবে করতে হলে সমাজকর্মে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তারা জানতে পারে যে সমস্যা থাকলেও বর্তমানে বাংলাদেশে সমাজকর্ম বিষয়ে অধ্যয়নের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ক. ভারতে কাদের মাধ্যমে আধুনিক সমাজকল্যাণের সূচনা হয়েছিল?

খ. বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্ম বিকাশের পটভূমি আলোচনা কর।

গ. উদ্দীপকের উদ্যোক্তারা কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন বলে তুমি মনে কর? বুঝিয়ে দাও।

ঘ. "বাংলাদেশে সমাজকর্ম বিষয়ে অধ্যয়নের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।" –এ উক্তির আলোকে বাংলাদেশে সমাজকর্মের জ্ঞান বিকাশের পর্যায় আলোচনা কর।

THANK YOU